মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম সম্পদ রূপে মধযুগীয় কালপ্রবাহে আত্মপ্রকাশ করা সাহিত্যিক নিদর্শন হল 'বৈষ্ণব পদাবলী'। প্রথমিক পর্বে কবি জয়দেবের হস্তস্পর্শে খানিক বিলাসকলা কৌতূহলের নিমিত্ততাকে অতিক্রম করে আরাধ্য শ্রীরাধা, কৃষ্ণের হৃদয় গাথা মানবিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশিষ্ট পদকর্তাদের নিপুণ লেখনীর মধ্য দিয়ে, দৈবী মহিমার ঊর্দ্ধলোকে কবি বিদ্যাপিত, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মত রচয়িতাদের লেখনীতে শ্রীরাধা, কৃষ্ণের সম্পর্কের সেতু নির্মাণ নানা প্রবাহে আবর্তিত হয়ে অবশেষে উপনিত হয়েছে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের বিপুল বিশ্বে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর যে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট 'বৈষ্ণবপদসাহিত্য'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার এক গভীর প্রভাব কথাসাহিত্যিকদের লেখন শৈলী, বিষয়ভাবনা, চরিত্র নির্মাণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়েছিল একথা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যক্ষেত্র, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মতো কথাসাহিত্যিকদের রচনায় সাহিত্যের স্বাভাবিক পথেই প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণবতাত্ত্বিক দৃষ্টিরেখা। তাদের চেতন, অবচেতন মনের অন্তরালে মধ্যযুগীয়, দীর্ঘপুরাতন এ কাব্যধারার এমন সাবলীল অগ্রসরতা, তাঁদের সাহিত্য সৃজনে এমন ব্যতিক্রমী সত্তার উত্থান বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠক রূপে আমাকে অভিভূত করেছে। আলোচ্য গবেষণাপত্রের এই অন্বেষণ যাত্রা যেন সেই আলোকময় ক্ষেত্রকে তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মাত্র।

সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তনের এক বিশেষ আবহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের পুণ্যলগ্নে নির্মিত হতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্য সে সময় নানা খ.াতে প্রবাহিত হয়। সেই প্রাচীন যুগের চর্যাপদ, মধ্যযুগীয় 'মঙ্গলকাব্য', 'অনুবাদ' সাহিত্য', 'বৈষ্ণবসাহিত্য' থেকে 'শাক্তপদাবলী', 'নাথসাহিত্য', 'গাথা-গীতিকা'র সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক লগ্নে শুধু কাব্য কবিতাঙ্গিকেই নয়, গদ্যসাহিত্য, উপন্যাস, সর্বোপরি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে আধুনিক পাঠক যে বিপুল দিগন্ত বিস্তৃত সাহিত্যের অঙ্গনে পদসঞ্চারণ করেছে। সেখানে কখনো অতীত বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে, কখনো তারা সমতুল্য হয়েছে, কখনো বা তুলনামূলক বিশ্লেষণে আলোকিত হয়েছে, ঠিক তেমনি আলোচ্য গবেষণাপত্রে মধ্যযুগীয় কালপর্বে রচিত 'বৈষ্ণব

পদসাহিত্য' আধুনিক কালের গণ্ডি অতিক্রম করে সরাসরি প্রবেশ করেছে কথাসাহিত্যের সুবৃহৎ অঙ্গনে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মত শিল্পীর লেখনীতে তত্ত্বগত বিনির্মাণে সে পদসাহিত্যের মূর্চ্ছনা অনেক স্থানে উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ এই অভিসন্দর্ভটি।

তাই বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শ্রেণির মধ্যযুগীয় শাখার ছাত্রী রূপে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, এক বিশেষ কৌতুহলী মনোবৃত্তি ও অভীপ্সার অধিকারী রূপে পরবর্তীকালে গবেষণার ক্ষেত্র রূপে ''**বৈষ্ণবপদাবলীর তত্ত্ব ও দর্শন প্রভাবিত বাংলা কথাসাহিত্য (নির্বাচিত— বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর) : একটি অন্বেষণ**'' শীর্ষক বিষয়টি নির্বাচন করেছি। এই সুবৃহৎ বিষয়টির সর্বক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন, শিরোনাম নির্ধারণ, গতিপথ, পুস্তক পঠন, লেখনশৈলী নির্ধারণ, মনের ভাবকে ভাষায় আত্মপ্রকাশ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যিনি অকৃত্রিম সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তিনি আমার মাতৃসমা তত্ত্বাবধায়িকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথমেই তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের বিনম্র শ্রদ্ধা ও আজীবন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, বিষয়ের প্রতি নিবিড় আত্মস্থ জ্ঞান গবেষণা কর্মের প্রতিটি জটিলধাপ অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। আমি আজীবন প্রণতচিত্ত তাঁরও কাছে, আমার হৃদয়ের আন্তরিকতা জানাই অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়াকে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করছি।

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দকে। স্মরণ করি আমার শিক্ষা জীবনের পূর্ণতার পথ নির্দেশক তথা অনুপ্রেরণাদানকারী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়, ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়, ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়, ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়, ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়, ড. তপন মণ্ডল মহাশয়কে। কৃতজ্ঞতা জানাই স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়কে। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। বিশেষ ভাবে নতি স্বীকার করছি অধ্যাপক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের কাছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সহকারী অধ্যাপক ড. আশিস রায় মহাশয়, ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়, ড. সূর্য লামা মহাশয়, সহকারী অধ্যাপিকা ড. উর্বী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা পাল মহাশয়াকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি আজীবন প্রণতচিত্ত এই সকল প্রথিতযশা অধ্যাপক মণ্ডলীর কাছে।

এরপর আসছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের কাছে। গবেষণা পত্রটি পূর্ণতার পথে গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত বই-পত্র সহ নানা তথ্যাদি এতটা সাবলিলভাবে ব্যবহার করে কাজটিকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এ বিষয়ে আমি সর্বপ্রথমে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ড. রণজিৎ মিত্র মহাশয় স্যারকে। যিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগার বিভাগে দীর্ঘদিন (সহকারী গ্রন্থাগারিক) পদে থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে থাকাকালীন সময় থেকে আমাকে সর্বপ্রথম গবেষণা কর্মে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, সকল কর্মীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা শ্রীমতী মীনা সেন মহাশয়া, বাবা শ্রী সুব্রত সেন মহাশয়, স্নেহের ভাই সাগ্নিক সেনকে। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই সকল অভিভাবক, অভিভাবিকাদের উদ্দেশ্যে যাদের অকৃপণ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ আমার কাজকে গতিময়তাদান করেছে। ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. তাপস অধিকারী মহাশয়কে (ইসলামপুর কলেজ), এমনকি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বহু পুরোনো সহপাঠী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিদি শ্রীমতী স্মিতা সরকার (শিক্ষিকা-গুড শেপার্ড স্কুল), দাদা শ্রী মনোজিৎ বর্মন সহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিলিগুড়ি তরাই বি.এড. কলেজের সকল সম্মানীয় কর্তৃপক্ষবৃন্দ সহ আমার সকল পুরাতন, নবীন, বর্তমান সম্মানীয় সহকর্মী সহকারী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বৃন্দকে। যাদের প্রত্যাশা, প্রেরণা, কঠিন পরিস্থিতিতে হৃদয়কে স্তিতধী রেখে কর্মে উদ্যমী হাবার সাহস, কর্ম উদ্দীপনা সঞ্চার করতে সহায়তা করেছে।

ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় সুজিৎ রায় দাদাকে। যিনি সম্পূর্ণ কাজটি একক দায়িত্বে মুদ্রণ করেছেন। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে গবেষণা পত্রকে পূর্ণতা দিয়েছেন, তার এই সহায়তা অপরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতকরণে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আন্তরিক ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম অসাবধানতা বশত উচ্চারিত হল না তাদের প্রতিও নিবেদিত রইল হৃদয়ের সহস্র শ্রদ্ধা।

সুবর্ণা সেন
২২।০৪।২০২৩

তারিখ:

(সুবর্ণা সেন)

গবেষক

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়